বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

১। ভূমিকা:

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল উন্নত দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করা। সে লক্ষ্যে স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই জাতির পিতার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় তদানীন্তন ডিপার্টমেন্ট অব সিভিল এভিয়েশন (DCA)-কে একটি প্রাদেশিক সংগঠন থেকে স্বাধীন সার্বভৌম দেশের পূর্ণাঙ্গ সংগঠনে রূপান্তরিত করা হয়। জাতির পিতার আন্তরিক প্রচেষ্টায় ১৯৭৩ সালের ২১ জানুয়ারি বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল সংস্থা (ICAO) এর সদস্যপদ লাভ করে।

১৯৮৫ সালে ডিপার্টমেন্ট অব সিভিল এভিয়েশন (DCA) ও সাবেক এয়ারপোর্ট ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (ADA) কে একীভূত করে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) গঠন করা হয়। জাতির পিতার দিক-নির্দেশনায় প্রতিবেশী বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্র ভারতের সাথে ১৯৭৪ সালে প্রথম দ্বি-পাক্ষিক বিমান চলাচল চুক্তি সম্পাদন করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় এযাবত মোট ৫৪টি দেশের সাথে দ্বি-পাক্ষিক বিমান চলাচল চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। বেবিচক বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ICAO-এর কনভেনশন ও অ্যানেক্সসমূহ প্রতিপালনের লক্ষ্যে তার সাথে সঙ্গতি রেখে প্রয়োজনীয় জাতীয় স্ট্যান্ডার্ড, বিধি-বিধান প্রণয়ন ও মনিটর করে। এছাড়া, বিমানবন্দর নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা এবং এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল সার্ভিসসহ বিমান চলাচল সংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় এয়ার নেভিগেশন সার্ভিসও বেবিচক প্রদান করে থাকে।

জাতির পিতার স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশকে এশিয়া-প্যাসিফিক আঞ্চলে একটি অন্যতম প্রধান আঞ্চলিক অ্যাভিয়েশন হাব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। জাতির পিতার এ স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে বেসামরিক বিমান পরিবহন খাতের উন্নয়নে নতুন আইন ও বিধি প্রণয়নসহ দেশের সকল আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দরসমূহে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে এবং এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ একটি উচ্চ প্রযুক্তি সম্পন্ন কারিগরি সেবামূলক সংস্থা। এ কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের আকাশসীমায় ও বিমানবন্দরসমূহে উড্ডয়ন অবতরণকারী সকল উড়োজাহাজের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালন করে থাকে। উক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনার্থে কর্তৃপক্ষ বিদ্যমান বিমানবন্দর, বিমান চলাচল সুবিধা, স্থাপনাসমূহ এবং এটিএম সেন্টার পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন, রেডিও ন্যাভ এইডস, সিএনএস যন্ত্রাবলি সংস্থাপন এবং নতুন বিমানবন্দর ও এটিএম সেন্টার নির্মাণ করে থাকে।

২। দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

ক) বাংলাদেশের সকল বেসামরিক বিমানের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিতকরণ;

খ) আকাশপথে পরিবহন ও সেবা খাতের বাণিজ্যিক বিকাশে সহায়তা প্রদান;

গ) বেসামরিক বিমান চলাচল সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা/ফোরামে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বকরণ;

ঘ) ICAO কনভেনশন অনুযায়ী বাংলাদেশে চলাচলরত সকল ফ্লাইটের সেফটি কার্যক্রম তদারকিকরণ করা;

ঙ) বিমান চলাচল ও পরিবহন সংক্রান্ত যাবতীয় বিধি-বিধান, নিয়মাবলি ও স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন;

চ) বাংলাদেশে বেসামরিক বিমান চলাচলের জন্য প্রয়োজনীয় বিমানবন্দর, টার্মিনাল, হ্যাঙ্গার ইত্যাদি নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন;

ছ) এয়ার নেভিগেশন যন্ত্রাবলি সংস্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন;

জ) বিভিন্ন দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক বিমান চলাচল চুক্তি সম্পাদনে নেগোসিয়েশন ও শর্তাবলি প্রণয়নে সরকারকে সহযোগিতাকরণ;

ঝ) বাংলাদেশের আকাশসীমায় এয়ার ট্রাফিক সার্ভিস প্রদানের নিমিত্ত রুট ও প্রশিক্ষণ এলাকা প্রতিষ্ঠাকরণ;

ঞ) নিরাপদ বিমান উড্ডয়ন-অবতরণ এর জন্য এয়ার ট্রাফিক সার্ভিস ও রাডার সার্ভিস প্রদান;

ট) অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্য পরিচালনা;

ঠ) ফ্লাইট পরিচালনা ও ক্লিয়ারেন্স প্রদান;

ড) এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার, পাইলট, এয়ার ক্রু, এয়ারক্রাফ্ট ইঞ্জিনিয়ার ও গ্রাউন্ড ক্রুদের লাইসেন্স প্রদান;

ঢ) এয়ারক্রাফ্টসমূহের সার্টিফিকেট অফ রেজিস্ট্রেশন এবং সার্টিফিকেট অফ এয়ারওয়ার্দিনেস প্রদান;

ণ) এটিও, এয়ারক্রাফ্ট মেইনটেন্যান্স অর্গানাইজেশন এবং এয়ারক্রাফ্ট মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার ও ফ্লাইট/গ্রাউন্ড ক্রুদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের অনুমোদন;

ত) এয়ারক্রাফ্ট রক্ষণাবেক্ষণের মান নিয়ন্ত্রণ ও নিশ্চিতকরণ; এবং

থ) ব্যক্তি মালিকানাধীন বিমানের সকল প্রকার কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ।

৩। সাংগঠনিক কাঠামো:

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ ১৯৮৫ সালে The Civil Aviation Authority Ordinance, ১৯৮৫ জারির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কর্তৃপক্ষ The Civil Aviation Ordinance, ১৯৬০ এবং Civil Aviation Rules, ১৯৮৪ (CAR'84) দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছিল। ২০১৭ সালে আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংক্রান্ত কনভেনশন বাস্তবায়নের নিমিত্ত বেসামরিক বিমান চলাচলের সুরক্ষা নিরাপত্তা, নিয়ন্ত্রণ এবং এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে যুগোপযোগী আইন করার লক্ষ্যে The Civil Aviation Ordinance, ১৯৬০ রহিত করে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে The Civil Aviation Authority Ordinance, ১৯৮৫ কে রহিত করে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়।

(ক) বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সালের ৩নং আইন) এর ৫ ধারা মতে কর্তৃপক্ষের গঠন:

১) কর্তৃপক্ষের একজন চেয়ারম্যান ও ছয়জন সদস্য থাকবে।

২) চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী হবেন।

৩) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হবেন এবং তারা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং তাদের চাকরির মেয়াদ ও শর্তাবলি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

এবং

উক্ত আইনের ৯ ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত সদস্যদের সমন্বয়ে কর্তৃপক্ষের বোর্ড গঠিত হবে;

(ক) চেয়ারম্যান, পদাধিকার বলে যিনি বোর্ডের সভাপতিও হবেন;

(খ) ছয়জন সদস্য, পদাধিকার বলে;

(গ) কর্তৃপক্ষের প্রধান প্রকৌশলী, পদাধিকার বলে;

(ঘ) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ঙ) সরকার কর্তৃক মনোনীত বিমান চলাচল কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন প্রতিনিধি।

৪। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা:

বেসামরিক বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সেবার মান রক্ষাকল্পে অতিরিক্ত ২৫০০টি পদ সম্বলিত একটি যুগোপযোগী অর্গানোগ্রাম সরকার কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়েছে। যার ফলে, বর্তমানে এ কর্তৃপক্ষের মোট অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৭১৫। নতুন অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী শূন্য পদ পূরণের জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরে বেবিচক এর আওতায় বিভিন্ন গ্রেডে ১১৯৫ জন জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানেও ৯২৪ জনের নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। নিম্নে কর্তৃপক্ষের নতুন অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী জনবল সম্পর্কিত তথ্যাদি উপস্থাপন করা হল:

ক-i) জনবল সম্পর্কিত তথ্যাদি:

ক্র. নং	পদের গ্রেড	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা				সর্বমোট শূন্য পদ
				সরাসরি	পদোন্নতিযোগ্য	প্রেষণ	আউটসোর্সিং	
১.	১-৯	৭৯৯	৪৩৮	১৩২	২২৬	৩	-	৩৬১
২.	১০	৫৬০	২৬৯	২৩১	৬০	-	-	২৯১
৩.	১১-১৯	৩২৮৫	২২৬২	৭৮৭	২২৭	-	৯	১০২৩
৪.	২০	১০৭১	৭০১	১৯০	-	-	১৮০	৩৭০
বিলুপ্ত পদে কর্মরত		-	১৫৫	-	-	-	-	-
মোট		৫৭১৫	৩৮২৫	১৩৪০	৫১৩	৩	১৮৯	২০৪৫

ক-ii) কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি এবং অবসর সংক্রান্ত তথ্যাদি:

ক্রমিক নং	পদ	নিয়োগ	পদোন্নতির সংখ্যা	পিআরএল প্রদানের সংখ্যা	পেনশন নিস্পত্তির সংখ্যা
১.	১-৯	২০২২-২৩ অর্থবছরে ১১৯৫ জন জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ৯২৪ জনের নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।	২৮	২৯	১৮
২.	১০		০৬	০৭	০৮
৩.	১১-১৯		১০৬	৪৪	৬২
৪.	২০		০	২৩	৫৩
মোট			১৪০	১০৩	১৪১

খ) প্রশিক্ষণ:

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে সিভিল এভিয়েশন একাডেমিতে এটিএম (এয়ার ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট), ফায়ার, সিএনএস (কমিউনিকেশন নেভিগেশন এন্ড সার্ভিল্যান্স), এভিয়েশন সিকিউরিটিসহ বিভিন্ন বিষয়ে ১৭৭ টি প্রশিক্ষণ কোর্সের আওতায় ২৮৭৯ জন প্রশিক্ষণার্থীকে সর্বমোট ১০,৬৭১ জন-ঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- এ অর্থবছরে বেবিচক এর আওতায় ৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে মোট ৩১৩.৫ জন-ঘন্টা, অভিযোগ নিস্পত্তি বিষয়ে ৪১ জন প্রশিক্ষণার্থীকে ১৪৬ জন-ঘন্টা, উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে ৮৯ জন প্রশিক্ষণার্থীকে ৫৩৪ জন-ঘন্টা এবং তথ্য অধিকার বিষয়ে ২৭৬ জন প্রশিক্ষণার্থীকে ২৭৬০ জন-ঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- ৮৭ জন প্রশিক্ষণার্থীকে বিদেশ প্রশিক্ষণে পাঠানো হয়।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে বেবিচক এর প্রশাসন বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে মোট ১৬২০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারিকে ১৬২০ জন-ঘন্টা অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৫| বাজেট: গত এক দশকে কর্তৃপক্ষের আর্থিক কর্মকান্ড/সাফল্যের একটি তুলনামূলক চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

(অংক সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অর্থবছর	আর্থিক সাফল্য					মন্তব্য
		রাজস্ব আয়	সরকারকে প্রদত্ত			উন্নয়নমূলক ব্যয়	
			NTR (Non Tax Revenue)	DSL (Debt Service Liability)	IT (Income Tax)		
০১.	২০১৩-১৪	১১৫০২৯.০০	৫০০০.০০	৪৩৭০.০০	-	৪৫৯৮৩.০০	নিরীক্ষিত
০২.	২০১৪-১৫	১৪১০৩২.০০	৫৫০০.০০	৪৭২৫.০০	১৫০০.০০	৫২৭৩০.০০	নিরীক্ষিত
০৩.	২০১৫-১৬	১৫০৪১৭.০০	১০৫০০.০০	৫৮৩৮.০০	২০০০০.০০	৩৮৬৫৩.০০	নিরীক্ষিত
০৪.	২০১৬-১৭	১৫১৮১৪.০০	১২০০০.০০	৫৯২৩.০০	২০০০০.০০	৪৭৩৩৮.০০	নিরীক্ষিত
০৫.	২০১৭-১৮	১৬৫৯৬৫.০০	১২০০০.০০	৫৮৮১.০০	৩৭৫৫৭.০০	৬১৭৫০.০০	নিরীক্ষিত
০৬.	২০১৮-১৯	১৬৯০৭৯.০০	৯০০০.০০	২৫৮৮১.০০	২৩০০০.০০	৫০৮৪৬.০০	নিরীক্ষিত
০৭.	২০১৯-২০	১৪৭১৮০.০০	৯৩৭৫.০০	১৮৮২৬.০০	২০০০০.০০	৪৪৫৬৪.০০	নিরীক্ষিত
০৮.	২০২০-২১	১১৬০৪৪.৮৪	১২০০০.০০	-	১২৫০০.০০	৪৮৫৩৩.৭৬	নিরীক্ষিত
০৯.	২০২১-২২	১৯১০৯৮.০০	১২৫০০.০০	-	২০,০০০.০০	৮১৫৩৮৩.০০	অনিরীক্ষিত
১০.	২০২২-২৩	১৯৭০৩০.০১	১২৫০০.০০	০.৪৮	২৯০০০.০০	৮৩০৬০.৯০	অনিরীক্ষিত

গত এক দশকে বেবিচকের রাজস্ব আয়ের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি প্রায় ১৫% এর কাছাকাছি ছিল। তবে, ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাবের কারণে পুরো বিশ্ব তথা বাংলাদেশের এভিয়েশন খাতের প্রবৃদ্ধিতেও একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। তবে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সরকারের দূরদর্শী সময়োপযোগী পদক্ষেপ এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে ২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে বেবিচক এর রাজস্ব আয় যথাক্রমে প্রায় ১৯১০৯৮.০০ লক্ষ টাকা এবং ১৯৭০৩০.০১ লক্ষ টাকায় এসে দাঁড়ায় যা কর্তৃপক্ষের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ঘুরে দাঁড়ানোর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে।

বেবিচকের ২০১৭-১৮ হতে ২০২১-২২ সাল পর্যন্ত বিমানবন্দর-ভিত্তিক আয়-ব্যয়ের বিবরণী:

ক্র: নং	বিমানবন্দরের নাম	বিবরণ	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	মন্তব্য
০১।	হযরত শাহজালাল আন্তঃ বিমানবন্দর	রাজস্ব আয়	১৩৯৫১৮.৩৮	১৪৩৭১৮.৪৪	১২০৫২০.২৮	৯৪১৮৯.০৬	১৫৯৬৮২.৫৪	নিরীক্ষিত
		রাজস্ব ব্যয়	৩০১৫৩.১৪	৩১৯৯০.৭০	৩২৫৮৫.৯৬	৩৪৩১১.৬৫	৪০৩১০.৩০	নিরীক্ষিত
		উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	১০৯৩৬৫.২৪	১১১৭২৭.৭৪	৮৭৯৩৪.৩২	৫৯৮৭৭.৪১	১১৯৩৭২.২৪	নিরীক্ষিত
০২।	শাহ আমানত আন্তঃ বিমানবন্দর	রাজস্ব আয়	১১৬৫১.৮৪	১১৪৫৫.৫৭	৮৫৭৮.৯২	৭২৩৫.৯১	১২৩৭৩.৫৫	নিরীক্ষিত
		রাজস্ব ব্যয়	৫৭০৭.১৩	৫৪১৬.৪৮	৫২৮৭.০৯	৫৫৩০.৭২	৫৩১৪.৯৭	নিরীক্ষিত
		উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	৫৯৪৪.৭১	৬০৩৯.০৯	৩২৯১.৮৩	১৭০৫.১৯	৭০৫৮.৫৮	নিরীক্ষিত
০৩।	ওসমানী আন্তঃ বিমাবন্দর, সিলেট	রাজস্ব আয়	৩৬৭৮.৭৮	৪৩৫৬.২১	২৬০৯.৬১	২৫৯৪.৯৩	৫৭৬০.৭৮	নিরীক্ষিত
		রাজস্ব ব্যয়	৩৮৭৭.৫৩	৩৭৭৪.৪৯	৩৮৭৮.৩৮	৪৫৪৬.৯৬	৪৮৬৪.৬৮	নিরীক্ষিত
		উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	(-) ১৯৮.৭৫	৫৮১.৭২	(-) ১২৬৮.৭৭	(-) ১৯৫২.০৩	৮৯৬.১০	নিরীক্ষিত
০৪।	শাহ মখদুম বিমানবন্দর, রাজশাহী	রাজস্ব আয়	৫৯.৩৬	৭২.৯২	৭২.৬৮	১৩১.৮৯	১৯৪.৩৩	নিরীক্ষিত
		রাজস্ব ব্যয়	৮৩৭.২৪	৮০০.১৭	৮১৬.০৩	১১১২.৬০	১০২৪.৭২	নিরীক্ষিত
		উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	(-)৭৭৭.৮৮	(-) ৭২৭.২৫	(-) ৭৪২.৩৫	(-) ৯৮০.৭১	(-) ৮৩০.৩৯	নিরীক্ষিত
০৫।	যশোর বিমানবন্দর, যশোর	রাজস্ব আয়	১৮২.৭৭	২০২.৩৩	২০১.০৭	৪৩০.১৯	৬২৯.৮৯	নিরীক্ষিত
		রাজস্ব ব্যয়	১২০৯.৩২	১২৮৮.৫৭	১৩৯০.৭৭	১৪৯৮.৩৯	১৬৩০.৮৩	নিরীক্ষিত
		উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	(-)১০২৬.৫৫	(-) ১০৮৬.২৪	(-)১১৮৯.৭০	(-) ১০৬৮.২০	(-) ১০০০.৯৪	নিরীক্ষিত
০৬।	সৈয়দপুর বিমান বন্দর, নীলফামারী	রাজস্ব আয়	১৫৫.৩৯	১৫৭.৯০	১৭৪.৮০	৪৪৮.৮২	৫৮২.১৩	নিরীক্ষিত
		রাজস্ব ব্যয়	৯৪৪.২৮	৮৮০.২৭	৯০৩.২৩	১০৯৪.২৭	১৬১১.৬৮	নিরীক্ষিত
		উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	(-) ৭৮৮.৮৯	(-) ৭২২.৩৭	(-) ৭২৮.৪৩	(-)৬৪৫.৪৫	(-) ১০২৯.৫৫	নিরীক্ষিত
০৭।	কক্সবাজার বিমান বন্দর, কক্সবাজার	রাজস্ব আয়	৩৪৯.১৫	৩৬৪.৪১	২৫০.৭১	৬৭২.৪৩	৯৫৪.৪৫	নিরীক্ষিত
		রাজস্ব ব্যয়	৯৬৩.২৯	১১২০.৮২	১২৭২.৮৯	২৯১৯.৮২	৩৩৪৮.৬৯	নিরীক্ষিত
		উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	(-) ৬১৪.১৪	(-) ৭৫৬.৪১	(-) ১০২২.১৮	(-) ২২৪৭.৩৯	(-) ২৩৯৪.২৪	নিরীক্ষিত
০৮।	বরিশাল বিমানবন্দর, বরিশাল	রাজস্ব আয়	২৬.৭১	৪৩.৫১	৪০.০৪	৯১.৪৪	২৬৭.৬৩	নিরীক্ষিত
		রাজস্ব ব্যয়	৬১৪.০৭	৮৪৪.০২	৭৭৪.০৭	৮২২.৫৪	১০০৭.৩৫	নিরীক্ষিত
		উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	(-) ৫৮৭.৩৬	(-) ৮০০.৫১	(-) ৭৩৪.০৩	(-) ৭৩১.১০	(-) ৭৩৯.৭২	নিরীক্ষিত
০৯।	ঈশ্বরদী বিমানবন্দর, পাবনা	রাজস্ব আয়	১.০৮	৩.৮০	০.৯০	১.৫১	৩.৭৭	নিরীক্ষিত
		রাজস্ব ব্যয়	১৮৬.৭৬	২০০.৪২	১৮৪.৯৪	১৮৬.৫৮	১৭০.১৩	নিরীক্ষিত
		উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	(-) ১৮৫.৬৮	(-) ১৯৬.৬২	(-) ১৮৪.০৪	(-) ১৮৫.০৭	(-) ১৬৬.৩৬	নিরীক্ষিত

৬। **বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি:** প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদারকরণ, সুশাসন সংহতকরণ ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৬ জুন ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের সাথে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশকে একটি অন্যতম মুখ্য বিমান চলাচল কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করার রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানের নিরাপদ, নিরুপদ্রব ও দক্ষ বিমান চলাচল সেবা নিশ্চিতকরণই বেবিচক এর মূল অভিলক্ষ্য। ২০২২-২৩ অর্থবছরের এপিএ-তে কর্মসম্পাদনের ৪টি মূল ক্ষেত্রের বিপরীতে মোট কর্মসম্পাদন সূচকের সংখ্যা ছিল ৪৪ টি তন্মধ্যে ২টি আংশিকসহ ৩৯টির লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে এবং ৫টি অর্জিত হয়নি। এ অর্থবছরের এপিএ তে অন্তর্ভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ সূচকসমূহের সাফল্যের চিত্র নিম্নরূপ:

৬.১ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত ৭৬% পূর্ত কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে।

৬.২ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে CNS-ATM সিস্টেমসহ রাডার স্থাপন প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত ৩১.৫৭% পূর্ত কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে।

৬.৩ কক্সবাজার বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত ৬৭.৭৭% পূর্ত কাজ এর বেশি বাস্তবায়িত হয়েছে।

৬.৪ কক্সবাজার বিমানবন্দরের প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ভবন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত ৯০.৯৭% পূর্ত কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে।

৬.৫ শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম-এর রানওয়ে ওভারলে করণ প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত ৮১% পূর্ত কাজ এর বেশি বাস্তবায়িত হয়েছে।

৬.৬ ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট-এর সম্প্রারণ প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত ২২% পূর্ত কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে।

৬.৭ ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক রাজস্ব আদায়ের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার (১৩০০ কোটি টাকা) চেয়ে বেশি অর্জিত হয়েছে।

৬.৮ বেবিচক কর্তৃক সরকারি কোষাগারে NTR জমাকরণের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার (১২৫ কোটি টাকা) চেয়ে বেশি অর্জিত হয়েছে।

৬.৯ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, কক্সবাজার বিমানবন্দর, সৈয়দপুর বিমানবন্দর, যশোর বিমানবন্দর, বরিশাল বিমানবন্দর, শাহ মখদুম বিমানবন্দরের জন্য ডুয়েল ভিউ হোল্ড ব্যাগেজ স্ক্যানিং মেশিন সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন হয়েছে।

৬.১০ ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট এর কন্ট্রোল জোন স্থাপন ও AIP-তে প্রকাশকরণ এর কাজ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন হয়েছে।

৬.১১ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এর ক্যানোপি ১ ও ২ এ যাত্রীসেবার লক্ষ্যে BTCL এর ৪টি Free Telephone Booth স্থাপনের কাজ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন হয়েছে।

৬.১২ হশাআবিতে 'Mujib's Bangladesh' উপলক্ষ্যে বিশেষ সেবা সপ্তাহ পালন কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন হয়েছে।

৬.১৩ শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম- এর প্রান্তিক ভবনের বিভিন্ন স্থানে বিশুদ্ধ নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণে ৪টি RO পানি বিশুদ্ধকরণ যন্ত্র সংস্থাপন কাজ নির্ধারিত সময়ের পূর্বে সম্পন্ন হয়েছে।

৬.১৪ শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম- এ আর্ন্তজাতিক আগমনী হলে বাংলাদেশী সিমবিহীন যাত্রীদের জন্য ২টি ফ্রি টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন কাজ নির্ধারিত সময়ের পূর্বে সম্পন্ন হয়েছে।

৬.১৫ ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট এ যাত্রীদের জন্য সুপেয় পানি পানের সুবিধা আধুনিকায়নে ড্রিংকিং ওয়াটার ফাউন্টেন স্থাপন কাজ নির্ধারিত সময়ের পূর্বে সম্পন্ন হয়েছে।

৬.১৬ এয়ারক্রাফ্ট পরিদর্শন সংক্রান্ত নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

৬.১৭ বরিশাল বিমানবন্দরের CCTV সরবরাহ, সংস্থাপন ও টেস্টিং কাজের চুক্তি স্বাক্ষর, মালামাল সংগ্রহ ও সংস্থাপন কার্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বে সম্পন্ন হয়েছে।

৬.১৮ শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের CCTV সরবরাহ, সংস্থাপন ও টেস্টিং কাজের চুক্তি স্বাক্ষর, মালামাল সংগ্রহ ও সংস্থাপন কার্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বে সম্পন্ন হয়েছে।

৬.১৯ বিমানবন্দরসমূহের নিরাপত্তা-বিষয়ক পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

৬.২০ এভসেক বিভাগ কর্তৃক বাংলাদেশ-যুক্তরাজ্য ফ্লাইট কার্যক্রম পরিদর্শন সংক্রান্ত নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

৬.২১ বেবিচক'র কর্মকর্তা-কর্মচারিগণকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

৬.২২ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশের ০৬ (ছয়) টি বিমানবন্দরের যাত্রীসেবা ও কার্গোসেবারমান পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। তাদের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭। **শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন:** বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপ:

৭.১ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এ অর্থবছরে নৈতিকতা কমিটির ০৪টি সভা আয়োজন করা হয়েছে।

৭.২ এ অর্থবছরে নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্তসমূহ ১০০% বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এ অর্থবছরে ৪টি সভা আয়োজন করা হয়েছে।

৭.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত বিষয়ে ১২টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ২৬০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৭.৫ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়নে (স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ/টিওএন্ডইভুক্ত অকেজো মালামাল নিলাম ও বিনষ্টিকরণ/পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা) ৩টি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

৭.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২৩ ও ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল ও ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

৭.৭ আওতাধীন আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান করা হয়েছে।

৭.৮ মূল্যায়নের ভিত্তিতে শুদ্ধাচার পুরস্কারের জন্য ২য়-৯ম গ্রেড ক্যাটাগরীতে ১জন, ১০ম-১৬শ গ্রেড ক্যাটাগরীতে ১জন এবং ১৭শ-২০শ ক্যাটাগরীতে ১ জন কর্মচারিকে মনোনীত করা হয়েছে এবং পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

৭.৯ ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয়-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে গত ২৮/০৩/২০২৩ তারিখে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

৭.১০ ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের আওতায় মোট ৫৬ টি PIC সভা আয়োজন করা হয়েছে।

৭.১১ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আওতায় ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের জন্য বরাদ্দকৃত মোট অর্থের ৮৮.৯০% ব্যয় হয়েছে।

৭.১২ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আর্ন্তজাতিক বিমানবন্দর প্রকল্পের বিস্তারিত সম্ভাব্যতা ও সমীক্ষা যাচাই শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত ২টি জীপ যশোর, সৈয়দপুর ও শাহ মখদুম বিমানবন্দর রানওয়ে সারফেস অ্যাসফল্ট ওভারলেকরণ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিচালনার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৭.১৩ টিওএন্ডইভুক্ত সকল যানবাহন বিধি মোতাবেক ব্যবহার করা হচ্ছে।

৭.১৪ আইন ও বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক ক্রয়কার্য চলমান রয়েছে।

৭.১৫ বেবিচক কর্মচারি শৃঙ্খল-সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনা শীর্ষক ডাটাবেজটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

৭.১৬ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যাত্রীসেবা নিশ্চিতকরণে সর্বমোট ৮৪১টি (আটশত একচল্লিশ)টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

৭.১৭ বেবিচকের নিজস্ব অর্থায়নে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত পূর্ত ও ইলেকট্রো মেকানিক্যাল কাজসমূহের বাস্তবায়নে আইন কানুন যথাযথভাবে অনুসৃত হয়েছে কিনা এবং কাজের মান সন্তোষজনক কিনা তা নির্ণয়ের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ দৈবচয়ন ভিত্তিতে দেশের ০৭ (সাত)টি বিমানবন্দরে মোট ৩৪ (চৌত্রিশ) টি প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন।

৭.১৮ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আগমনী আন্তর্জাতিক ফ্লাইটসমূহের যাত্রীদের লাগেজ যথাসময়ে ও যথাযথভাবে ডেলিভারি প্রদান করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে গ্রাউন্ড হ্যান্ডেলিং এজেন্ট বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লি. মাসিক ভিত্তিতে প্রতিটি ফ্লাইটের লাগেজ ডেলিভারি সময়ের বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিল করেছে। দেরিতে আসা, হারিয়ে যাওয়া বা ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় আগত লাগেজের ক্ষেত্রে নিয়মকানুন অনুসৃত হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, হশাআবি প্রতি মাসে প্রতিবেদন প্রেরণ করেছেন। এছাড়া প্রতিমাসে এ মন্ত্রণালয় থেকে ০২ (দুই) জন কর্মকর্তা সরেজমিনে হশাআবির লাগেজ ডেলিভারির কার্যক্রম এবং লস্ট এন্ড ফাউন্ড ডেস্ক ও ব্যাগেজ স্টোরের অবস্থা নির্ধারিত চেকলিস্ট মাফিক পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। তাদের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে।

৮। ই-গর্ভান্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩-এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

৮.১ "কর্মকর্তা/কর্মচারিদের পেনশন ও গ্র্যাচুইটি মঞ্জুর" শীর্ষক সেবা সহজিকরণ প্রক্রিয়াটি গত ৩০/০৪/২০২৩ তারিখ হতে কার্যকর করা হয়েছে।

৮.২ ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ গত ০৬/১০/২০২২ তারিখে প্রস্তুত করে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

৮.৩ ১২/০৪/২০২৩ তারিখে ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহ চালুকরণের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

৮.৪ জুলাই, ২০২২-জুন ২০২৩ মাস পর্যন্ত ৮৯.৯৯% নোট ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়েছে।

৮.৫ ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি কর্মপরিকল্পনা গত ২৬/১০/২০২২ তারিখে প্রণয়ন করা হয়েছে।

৮.৬ গত ৩১/১২/২০২২ তারিখে বিমানবন্দরে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনায় ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের প্রায়োগিক সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণের উপর এবং ১৭/০৬/২০২৩ তারিখে কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ তৈরি ও ব্যবস্থাপনার উপর ২টি দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৮.৭ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ত্রৈমাসিক তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ করা হয়েছে।

৮.৮ গত ১৬/০১/২০২৩, ১৪/০২/২০২৩, ২১/০৩/২০২৩ ও ২২/০৩/২০২৩ তারিখে ৪টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৮.৯ চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে ই-গর্ভান্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত ৮ লক্ষ টাকার মধ্যে ৬,৭৯,৩৮৪ টাকা ব্যয় হয়েছে। জুন'২৩ পর্যন্ত ৮৪.৯২% অর্থ ব্যয় হয়েছে।

৮.১০ গত ০৮/০১/২০২৩ তারিখে কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৮.১১ গত ০৩/০৬/২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ-এর আওতাধীন ঢাকা ইপিজেড-এ Vehicle Management System শীর্ষক উদ্ভাবনী উদ্যোগটি পরিদর্শন করা হয়েছে।

৮.১২ মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন ফান্ডের আওতায় ২.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিমানবন্দর ব্যবহারকারী যাত্রীদের বিভিন্ন প্রশ্ন ও উত্তর এবং সমস্যা ও পরামর্শ অন্তর্ভূক্ত করে Air Passenger Aid নামে একটি মোবাইল এ্যাপ্লিকেশন তৈরি করে গুগল প্লেস্টোরে আপলোড করা হয়েছে। এ্যাপ্লিকেশনটিতে মোট ১০৪ (একশত চার) টি প্রশ্ন ও উত্তর ছাড়াও যাত্রী ও তাদের নিকটজনদের প্রয়োজন হতে পারে এরূপ সকল এজেন্সির মোবাইল নাম্বার অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। বাংলা ভাষায় প্রণীত এ্যাপ্লিকেশনটি Android সেটে ইনস্টল করে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে অবস্থানকারী ব্যক্তি বিমানবন্দর ব্যবহার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ পাবেন।

৯। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন: বাংলাদেশকে একটি অন্যতম মুখ্য বিমান চলাচল কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করার রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানের নিরাপদ ও দক্ষ বিমান চলাচল সেবা নিশ্চিতকরণের অভিপ্রায়ে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) দেশের সাধারণ নাগরিকদেরকে যথাযথ সেবা প্রদান, দাপ্তরিক সেবা প্রদান এবং অভ্যন্তরীণ সেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতবদ্ধ। ০৩ ক্যাটাগরীতে (নাগরিক সেবা, দাপ্তরিক সেবা ও অভ্যন্তরীণ সেবা) সর্বমোট ৬৯টি সেবা প্রদানে এ কর্তৃপক্ষ বদ্ধপরিকর। সে লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনার সার্বিক অগ্রগতির চিত্র নিম্নরূপ:

৯.১ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি পরিবীক্ষণ কমিটির সিদ্ধান্ত ১০০% বাস্তবায়িত হয়েছে।

৯.২ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির তথ্যাদি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ওয়েবসাইটে হালনাগাদ করা হয়েছে।

৯.৩ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক ২টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।

৯.৪ সেবা প্রদান বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ বিষয়ে ২টি সভা আয়োজন করা হয়েছে।

১০। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন: বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ অর্থাৎ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার মান উন্নয়নের জন্য এ কর্তৃপক্ষ বদ্ধ পরিকর। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ বিষয়ে নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করেছে:

১০.১ অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য ওয়েবসাইটে ত্রৈমাসিকভিত্তিতে হালনাগাদ করা হয়েছে।

১০.২ ২০২২-২৩ অর্থবছরে নির্দিষ্ট সময়ে অনলাইন/অফলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগের ৭০% নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

১০.৩ কর্মকর্তা/কর্মচারিদের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক ২টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।

১০.৪ ত্রৈমাসিকভিত্তিতে পরিবীক্ষণ এবং ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

১০.৫ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে ২টি অবহিতকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে।

১১। তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনগণের জানার অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা জনগণের চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতার সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা সর্বোপরি জনগণের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তথ্য- অধিকার নিশ্চিত করতে গত ২৯ মার্চ ২০০৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাস করেছে। বেসমারিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের তথ্য জনগণের কাছে উন্মুক্ত হলে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর হবে। এতে প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা এবং জনগণের কাছে সকল কাজের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হবে। জনগণের জন্য অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করার যে নীতি সরকার গ্রহণ করেছে, তার সঙ্গে সংগতি রেখে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হিসেবে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে বেবিচক কর্তৃক নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার নিমিত্তে তথ্য অধিকার আইনের ১০(১) ধারা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জনসাধারণকে তথ্য সরবরাহ করার নিমিত্তে একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে।
- তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ফরম্যাট অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে বেবিচক সংশ্লিষ্ট তথ্য সরবাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে ১০০% আবেদনই যথাযথভাবে নিস্পত্তি করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের "তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা" প্রণয়ন কাজ চলমান রয়েছে।

তথ্য অধিকার বিষয়ে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক অর্জিত সাফল্য নিম্নরূপঃ

১১.১ তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদান বিষয়ে ১০০% আবেদনই যথাযথভাবে নিস্পত্তি করা হয়েছে।

১১.২ স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য হালনাগাদ করে নির্ধারিত সময়ে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

১১.৩ কর্তৃপক্ষের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

১১.৪ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসারে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ নির্ধারিত সময়ে তৈরি/হালনাগাদ করা হয়েছে।

১১.৫ তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ বিষয়ে ৩টি প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

১১.৬ তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারিদের অংশগ্রহণে ৩টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।

১১.৭ তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ৪টি ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে ওয়েবসাইটের তথ্য অধিকার সেবাবক্সে প্রকাশ করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইনের আওতায় বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের তথ্য প্রদান কার্যক্রম সহজতর হবে এবং এর মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে।

১২। সার্বিক কর্মকান্ড ও উল্লেখযোগ্য অর্জনঃ

২০২২-২৩ অর্থবছরে বেবিচক-এর উল্লেখযোগ্য অর্জনের অংশ হিসেবে চলমান, আংশিক বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি তুলে ধরা হলঃ

২০২২-২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পঃ

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্প (১ম পর্যায়):

- জিওবি ও জাইকার ঋণ সহায়তায় ২১৩৯৯০৬.৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৬-জুন ২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্প শীর্ষক প্রকল্পের কাজ পুরোদমে চলছে। প্রকল্পের আওতায় হশাআবি তে ২,৩০,০০০ বর্গ মি: আয়তনের ৩য় টার্মিনাল ভবন, ৬৩০০০ বর্গ মি: আয়তনের এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট কার্গো কমপ্লেক্স নির্মাণসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে হশাআবিতে বার্ষিক প্যাসেঞ্জার হ্যান্ডলিং ক্যাপাসিটি ৮ মিলিয়ন হতে ২০ মিলিয়নে এবং কার্গো হ্যান্ডলিং ক্যাপাসিটি ২.৫ মিলিয়ন টন হতে ৮ মিলিয়ন টনে উন্নীত হবে যা দেশের বিমান পরিবহন খাতের সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে এক অনন্য মাইলফলক হিসেবে পরিগণিত হবে।
- বিগত ২৮-১২-২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্প কাজের শুভ উদ্বোধন করা হয়।

- প্রকল্পের আওতায় বিল্ডিং নির্মাণ অংশের ১ম, ২য় ও ৩য় তলার আরসিসি ও ম্যাশনরী কাজ, বহুতল কার পার্কিং ভবনের আরসিসি ও মেশনারী কাজ, কার্ব সাইড ও এলিভেটেড ড্রাইভওয়ে অংশের ৭৪২ টি পাইলিং কাজ ও এ অংশের মোট ১৬৯ টি পাইল ক্যাপের মধ্যে ১৬৯ টি পাইল ক্যাপ ও পিয়ার এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। টার্মিনাল-৩ সংলগ্ন এলিভেটেড অংশের ৯৪৪ টির মধ্যে ৯২২ টি গার্ডার স্থাপন কাজ শেষ হয়েছে। মহাসড়ক সংলগ্ন অংশের বেসমেন্ট এর স্ল্যাব এবং আরসিসি ওয়াল নির্মাণ হাই স্পীড ট্যাক্সিওয়ের সাউথ ও নর্থ উভয় অংশে এসফল্ট এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- এক্সপোর্ট কার্গো ও ইমপোর্ট কার্গো কমপ্লেক্স অংশের (৯০৯+৩৮৯টি) পাইলিং কাজ এবং ফ্লোর ঢালাই সম্পাদান শেষে Steel Structure Fabrication, রুফিং ও ফ্লোর নির্মাণ শেষ হয়েছে।
- প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি ৭৬%।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নির্মাণাধীন ৩য় টার্মিনাল এর কনস্পেচুয়াল ডিজাইন

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নির্মাণাধীন ৩য় টার্মিনাল এর বার্ডস আই ভিউ

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নির্মাণাধীন ৩য় টার্মিনাল

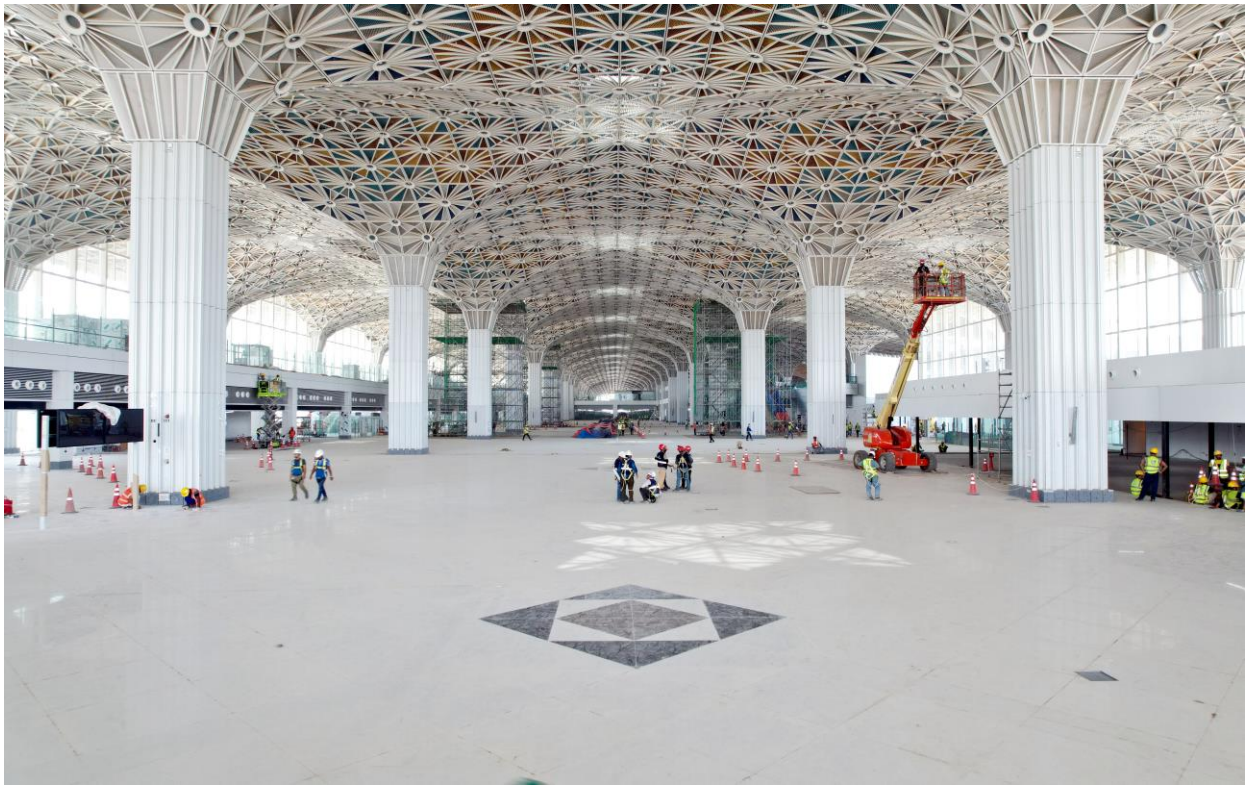

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নির্মাণাধীন ৩য় টার্মিনালের অভ্যন্তরীণ অংশ

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে চলমান এক্সপোর্ট কার্গো টার্মিনাল অংশের কাজ

কক্সবাজার বিমানবন্দর উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়):

- দেশের ক্রমবর্ধমান পর্যটন শিল্পের বিষয়টি বিবেচনা করে কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীতকরনের লক্ষ্যে বিদ্যমান ৬৭৭৫ ফুট দৈর্ঘ্যকে প্রাথমিকভাবে ৯০০০ ফুটে বৃদ্ধি, সোল্ডারসহ ১৫০ (১২৫'+২৫') ফুট প্রস্থকে সোল্ডারসহ ২০০ (১৫০'+৫০') ফুটে বৃদ্ধি ও এর শক্তি বৃদ্ধি (Strengthen) (পিসিএন ১৯ থেকে ন্যূনতম ৯০-এ উন্নীতকরণ) সহ রানওয়ে লাইটিং ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে মোট ২০১৫৬৪.৬১ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৫৯৩৬৯.৭৮ লক্ষ + নিজস্ব তহবিল ৪২১৯৪.৮৪ লক্ষ) প্রাক্কলিত ব্যয় সাপেক্ষ 'কক্সবাজার বিমানবন্দর উন্নয়ন (১ম পর্যায়)' প্রকল্পের ৯৮.৯০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- ইতোমধ্যে বিদ্যমান ৬৭৭৫ ফুট রানওয়েতে ২০ ইঞ্চি পুরুত্ব অর্থাৎ শক্তি বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিদ্যমান রানওয়ের প্রশস্ততা ১২৭ ফুট হতে ২০০ ফুটে উন্নীত করা হয়েছে। বিদ্যমান ৬৭৭৫ ফুট রানওয়ে ২২২৫ ফুট বর্ধিত করে ৯০০০ ফুট করা হয়েছে। রানওয়ের উভয় পার্শ্বে ৫০০ ফুট করে ওভাররান নির্মাণ করা হয়েছে। রানওয়ের শক্তি পরিমাপক বা পেভমেন্ট ক্ল্যাসিফিকেশন নাম্বার (পিসিএন) ১৯ হতে ৯০ এ উন্নীত করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ০৬ মে ২০১৭ তারিখে এ বিমানবন্দরে বোয়িং ৭৩৭ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। প্রকল্পটি শতভাগ বাস্তবায়নের পর কক্সবাজার হতে সরাসরি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিচালনা সুবিধা সৃষ্টি হবে। ফলে এই বিমানবন্দর হতে সাধারণ যাত্রীর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক টুরিষ্ট মুভমেন্ট বৃদ্ধি পাবে। ফলে বৈদেশিক বিনিয়োগের পাশাপাশি পর্যটন খাতে বৈদেশিক মুদ্রার আয় প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে যা দেশের জিডিপি বৃদ্ধি তথা দারিদ্র্য হ্রাসে পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখবে।
- প্রকল্পের আওতায় খুরুশকূলে পুনর্বাসিত/পুনর্বাসনযোগ্য জনগনের যাতায়াত সুবিধার অংশ হিসেবে বাঁকখালী নদীর উপর এলজিইডি কর্তৃক নির্মাণাধীন ব্রীজের মূল স্ট্রাকচারাল কাজ শেষে রেলিংসহ আনুষাঙ্গিক কাজ চলমান রয়েছে। ব্রীজ নির্মাণ কাজের ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি ৯৭%।
- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক পুনর্বাসন এলাকায় স্লোপ প্রটেকশন বাঁধ নির্মাণ কাজের ৯৮% সম্পন্ন করা হয়েছে।

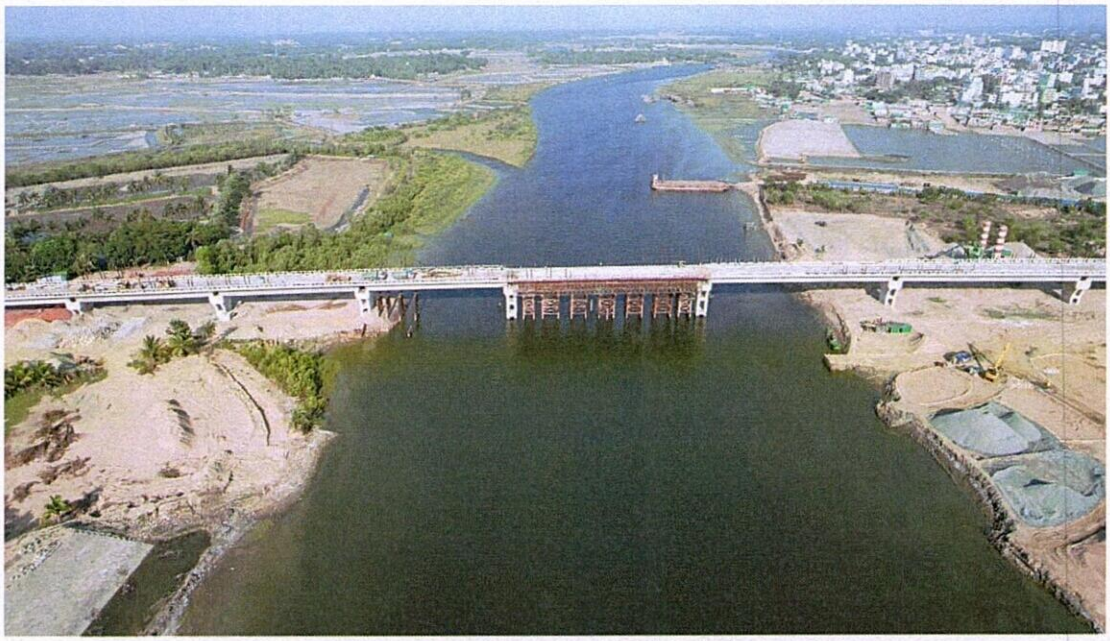

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এলজিইডি কর্তৃক ব্রিজ নির্মাণ কাজ

কক্সবাজার বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ভবন নির্মাণ প্রকল্প:

- কক্সবাজার বিমানবন্দরের আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালুর জন্য ইন্টেরিম আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে ২৭৭৮৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সাপেক্ষ এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।
- প্রকল্পের আওতায় ১০৯১২.৪৯ বর্গমিটার টার্মিনাল ভবন নির্মাণ কাজের ৯০.৯৭% শেষ হয়েছে।
- প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ২ টি টেক্সিওয়েসহ পার্কিং এপ্রোণ এবং চিলার প্ল্যান্ট ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- টার্মিনাল ভবনের চিলার এর এসি এবং ক্যাবল ডাক্টিং এর কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে Air Handling Unit, Mast Light, Escalator, Passenger Lift Ges Passenger Boarding স্থাপন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

কক্সবাজার বিমানবন্দরে নির্মাণাধীন আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ভবন

কক্সবাজার বিমানবন্দরে নির্মাণাধীন আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ভবন

কক্সবাজার বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণ প্রকল্প:

- রানওয়ের দৈর্ঘ্য ৯০০০ ফুট হতে ১০৭০০ ফুটে সম্প্রসারণের জন্য "কক্সবাজার বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণ" প্রকল্পের কাজ চলমান আছে।
- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পর এ বিমানবন্দরের রানওয়েতে পূর্ণলোডে সুপরিসর বিমান চলাচল করা সম্ভব হবে। যার কারণে এই বিমানবন্দর হতে সাধারণ যাত্রীর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ট্যুরিষ্ট মুভমেন্ট বৃদ্ধি পাবে। ফলে বৈদেশিক বিনিয়োগের পাশাপাশি পর্যটন খাতে বৈদেশিক মুদ্রার আয় প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে যা দেশের জিডিপি বৃদ্ধি তথা দারিদ্র্য হ্রাসে পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখবে।
- প্রকল্পের আওতায় সমুদ্রগর্ভে ৪৩.০০ হেক্টর ভূমি Reclamation প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জিও ব্যাগ দ্বারা বাঁধ নির্মাণ কাজ, স্যান্ড কম্পাকশন পাইলিং এর মাধ্যমে গ্রাউন্ড ট্রিটমেন্ট কাজ, রক্ষাপ্রদ বাঁধ নির্মাণে ১.৭০ লক্ষ সিসি ব্লকের মধ্যে ১.৬০ লক্ষ সিসি ব্লক ফেব্রিকেশন সম্পন্ন হয়েছে। রক্ষাপ্রদ বাঁধ নির্মাণের জন্য সাইটে পৌছানো ২.৭৫ লক্ষ টন বোল্ডারের ৮৫.০০% স্থাপন এবং সমুদ্রগর্ভে ২২০০ ফুট দৈর্ঘ্যের প্রিসিশন এপ্রোচ লাইট স্থাপনের লক্ষ্যে ২৬ টি ফাউন্ডেশন/পিয়ারে ১৬০ টি পাইলের মধ্যে ২১ টি ফাউন্ডেশন/পিয়ারের ১২৮ টি পাইল সম্পন্ন হয়েছে।
- প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি ৬৭.৭৭% ।

কক্সবাজার বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণ প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা

চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদ্যমান রানওয়ে ও ট্যাক্সিওয়ের শক্তি বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প:

- চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়ে ও টেক্সিওয়ের শক্তি বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে ৫৪০৫২.০১ (পাঁচশত চল্লিশ কোটি বায়ান্ন লক্ষ এক হাজার) লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি চলমান রয়েছে।
- ইতোমধ্যে ৯ম লেয়ারের অর্থাৎ চূড়ান্ত পেভমেন্ট লেয়ারের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- রানওয়ে শোল্ডার (CTBC) এর ২ (দুই) টি লেয়ারের কাজই শেষ হয়েছে।
- এজিএল ক্যাটাগরী-২ এর জন্য HDPE পাইপ স্থাপন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- সাইড স্ট্রিপ ও ড্রেনেজ কাজ চলমান রয়েছে।
- প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি ৬৭.৭৭%।
- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পর এ বিমানবন্দরের রানওয়ে পূর্ণলোডে বোয়িং ৭৭৭ ফ্লাইট উড্ডয়ন-অবতরণের জন্য উপযোগী হবে।

চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ওভারলেকরণের মূল কাজ

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের জননিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্প:

- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে চলাচলরত সকল প্যাসেঞ্জারের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়।
- প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত ০৫ টি পেট্রোল কার ও ০৪ টি একসেস কন্ট্রোল সিস্টেম (ফ্ল্যাপ ব্যারিয়ার হিউম্যান) বর্তমানে অপারেশনে আছে।
- প্রকল্পের বর্ধিত মেয়াদসহ সংশোধিত টিএপিপি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। সংশোধিত টিএপিপি অনুযায়ী বিভিন্ন এক্সসেসরিজসহ ৪৯৬ টি সিসিটিভি ক্যামেরা সরবরাহ করা হয়েছে। বর্তমানে ক্যাবল লেয়িংসহ উক্ত ক্যামেরাসমূহ সংস্থাপন কাজ চলছে।

প্রকল্পের আওতায় হশাআবিতে সিসিটিভি ক্যামেরা সংস্থাপন কাজ

সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্প (১ম পর্যায়):

- সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের প্যাসেঞ্জার ও কার্গো হ্যান্ডলিং ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৩০৯৭৯.১৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ (১ম পর্যায়)" প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়েছে।
- প্রকল্পের আওতায় ৩৪৯১৯ বর্গ মি: প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল, ৬৮৯২ বর্গ মি: কার্গো ভবন, কন্ট্রোল টাওয়ারসহ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে।
- প্রকল্পের আওতায় প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ভবনের ১৪৪৩টি পাইলের মধ্যে ১৪২০ টি, কার্গো টার্মিনাল ভবনের ২৭২টি পাইলের মধ্যে সবগুলো, কন্ট্রোল টাওয়ার ভবনের ১২৯টি পাইলের মধ্যে সবগুলো, প্রশাসনিক ভবনের ৯৪টি পাইলের মধ্যে সবগুলো পাইলের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পাশাপাশি, ৪টি ভবনের মোট ৬৮৪টি পাইল ক্যাপের মধ্যে ৫৫৬ টি পাইল ক্যাপের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি ২২%।

সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ

যশোর বিমানবন্দর, সৈয়দপুর বিমানবন্দর ও শাহ মখদুম বিমানবন্দর, রাজশাহী-এর রানওয়ে সারফেসে অ্যাসফল্ট কংক্রিট ওভারলেকরণ প্রকল্প:

- প্রকল্প ব্যয় ৫৬৬৭৬.০৯ লক্ষ টাকা।
- উল্লিখিত বিমানবন্দর তিনটি'র বিদম্যান রানওয়েতে নিরাপদে উড়োজাহাজের উড্ডয়ন অবতরণ সুবিধা উন্নীতকরণের নিমিত্ত এর শক্তি বৃদ্ধি করা হবে।
- বিমানবন্দর তিনটি'র বিদম্যান রানওয়ের পিসিএন (Pavement Classification Number) ১৭ হতে ৫০ এ উন্নীত হবে।
- বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে ক্রয় প্রস্তাব সিসিজিপি-তে উপস্থাপনের লক্ষ্যে প্রস্তাব প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে CNS-ATM (Communications, Navigation and Surveillance-Air Traffic Management) সিস্টেমসহ রাডার স্থাপন বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের সিএনএস-এটিএম সিস্টেম আধুনিকায়ন:

- বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নের আওতায় ৭৩০১৩.৯৪ লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষ প্রকল্পটি বিগত ১৩-০৪-২০২১ তারিখে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়।
- বিগত ২১-১০-২০২১ তারিখে এককভিত্তিক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান Thales Technology, France এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে CNS-ATM (Communications, Navigation and Surveillance-Air Traffic Management) সিস্টেমসহ রাডার স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ATMCCT (Air Traffic Management Control Tower) অংশের 3rd ফ্লোরের কাস্টিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। রাডার এন্টেনা স্থাপনের লক্ষ্যে স্টিল টাওয়ার স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। রাডার বিল্ডিং এর সিভিল কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি ৩১.৫৭%।

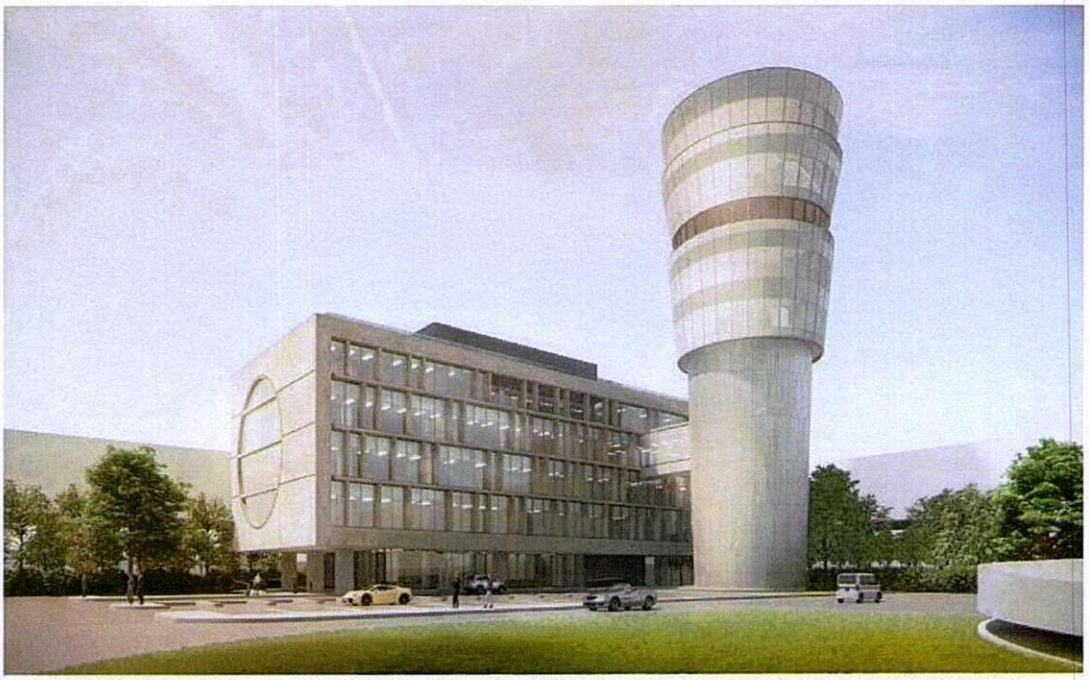

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নির্মিতব্য এটিসি সেন্টার এবং কন্ট্রোল টাউয়ার এর কনসেপচুয়াল ডিজাইন

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নির্মাণাধীন এটিসি সেন্টার এবং কন্ট্রোল টাউয়ার এর বর্তমান অবস্থা

চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্পের পরামর্শক সেবা প্রকল্প:

- চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিস্তারিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, ড্রইং ডিজাইন, ব্যয় প্রাক্কলন ও মাস্টারপ্ল্যান প্রস্তুতের নিমিত্ত এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে।
- প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক নিয়োগের ক্রয় প্রস্তাব মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
- পরামর্শকের সাথে চুক্তি সম্পাদন শেষ হয়েছে। চুক্তিবদ্ধ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিগত ০৮-০৬-২০২৩ তারিখ হতে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

কক্সবাজার বিমানবন্দর উন্নয়ন (২য় পর্যায়) প্রকল্পের পরামর্শক সেবা (ডিজাইন ফেইজ):

- কক্সবাজার বিমান বন্দর উন্নয়নের লক্ষ্যে বিস্তারিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, ড্রইং ডিজাইন, ব্যয় প্রাক্কলন ও মাস্টারপ্ল্যান প্রস্তুতের নিমিত্ত এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে।
- প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক নিয়োগের লক্ষ্যে দাখিলকৃত প্রস্তাবসমূহের কারিগরী মূল্যায়ন কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমানে আর্থিক মূল্যায়ন কাজ চলমান রয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে বেবিচক এর আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ:

সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদ্যমান রানওয়ে ও ট্যাক্সিওয়ের শক্তি বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প:

- সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদ্যমান রানওয়ে ও টেক্সিওয়ের শক্তি বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে ৪০৫১৫.২৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সাপেক্ষ প্রকল্পটির ১০০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- প্রকল্পের আওতায় ১০২৫০ ফুট দৈর্ঘ্যের রানওয়ে ওভারলে করা হয়েছে।
- রানওয়ের সাইড স্ট্রীপ গ্রেডিং ও ড্রেইনেজ সিস্টেম এর কাজ করা হয়েছে।
- CAAT-II মানের এজিএল সিস্টেম সংস্থাপন করা হয়েছে।
- ০৪ অক্টোবর ২০২০ হতে সরাসরি সিলেট-লন্ডন ফ্লাইট চালু হয়েছে।
- ফলশ্রুতিতে, এ বিমানবন্দরের রানওয়ে বর্তমানে পূর্ণলোডে বোয়িং ৭৭৭ ফ্লাইট উড্ডয়ন-অবতরণের জন্য উপযোগী হয়েছে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পর সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রানওয়ের চূড়ান্ত সারফেস

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জেনারেল এভিয়েশন হ্যাঙ্গার, হ্যাঙ্গার এপ্রোন এবং ফায়ার স্টেশনের উত্তর দিকে এ্যাপ্রোন নির্মাণ প্রকল্প:

- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্পের সাপোর্টিং ওয়ার্ক হিসেবে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের নিমিত্তে ৪২৪৫২.০৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সাপেক্ষ প্রকল্পটির ১০০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- প্রকল্পের আওতায় ১০টি হ্যাঙ্গার নির্মাণ করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে ০৯টি হ্যাঙ্গার বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের অপারেশনাল কাজ শুরু করেছে।
- ৫ তলা বিশিষ্ট মাল্টিপারপাস ফ্লাইং ক্লাব বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছে।
- নতুন এপ্রোন নির্মাণ করা হয়েছে।
- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে হশাআবিতে বিমানের রুটিন সার্ভিসিং ও ছোটখাটো মেরামত সুবিধা, ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক বিমানের পার্কিং সুবিধা বৃদ্ধি এবং বৈরী আবহাওয়ায় পার্কিং বিমানের নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ ইত্যাদি সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নির্মিত হ্যাঙ্গার বর্তমানে অপারেশনে রয়েছে

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নির্মিত ৫ তলা বিশিষ্ট মাল্টিপারপাস ফ্লাইং ক্লাব বিল্ডিং

১৩) অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

ফ্লাইট সেইফটি অ্যান্ড রেগুলেশন্স এবং এভিয়েশন সিকিউরিটি সংক্রান্ত সাফল্য:

ক্রমিক নং	কাজের নাম	২০২২-২৩ অর্থবছর (সংখ্যা)
০১.	নতুন বিমান রেজিস্ট্রেশন	০৬
০২.	এয়ারওয়ার্দি সার্টিফিকেট নবায়ন	৭৬
০৩.	বৈদেশিক সংস্থা কর্তৃক বাংলাদেশ বিমানের কারিগরী কার্যাবলী প্রত্যয়ন/নবায়নের অনুমোদন দান	০৫
০৪.	বিমানের বৈদেশিক গমন পথের স্থানসমূহ পরিদর্শন	৩৫
০৫.	এয়ারক্র্যাফট মেইনটেন্যান্স সিডিউল অনুমোদন দান	০১
০৬.	বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পাইলট লাইসেন্স প্রদান	১৩৬
০৭.	বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পাইলট লাইসেন্স প্রদানের জন্য কারিগরি পরীক্ষা গ্রহণ	২৮৭৩
০৮.	পাইলট লাইসেন্স-এর কারিগরি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা	৩৩৬
০৯.	বিমান রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত কারিগরি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স নবায়ন	০২
১০.	বিমান সংস্থা হতে প্রাপ্ত সেফটি রিপোর্ট-এর নিষ্পত্তি করণ	২৭
১১.	এয়ারক্রাফ্ট পরিদর্শন (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স বাবদ)	১৯০
১২.	এভিয়েশন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অডিট ও লাইসেন্স নবায়ন	১৫
১৩.	বিমানবন্দরসমূহের নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা	২৫
১৪.	এভিয়েশন সিকিউরিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী	১৩০৬
১৫.	বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রকৌশলী কারিগরি পরীক্ষা গ্রহণ	০৩

২০২২-২৩ অর্থবছরে বিমানবন্দরভিত্তিক এয়ারক্র্যাফ্ট মুভমেন্ট, প্যাসেঞ্জার মুভমেন্ট এবং কার্গো মুভমেন্ট এর তথ্যাদি:

এয়ারক্র্যাফ্ট মুভমেন্ট (সংখ্যা):

বিমানবন্দরের নাম	আন্তর্জাতিক	অভ্যন্তরীণ	মোট		অ-বাণিজ্যিক বিমান		সর্বমোট
হযরত শাহজালাল আন্তঃ বিমানবন্দর	৫৩৪২০	৬৩০৮২	১১৬৫০২		১০৭৩২		১২৭২৩৪
শাহ আমানত আন্তঃ বিমানবন্দর	৮৫৭৬	১২২৩০	২০৮০৬		৯২৫২		৩০০৫৮
ওসমানী আন্তঃ বিমানবন্দর	১২০৯	৯১৮৪	১০৩৯৩		৪৪০		১০৮৩৩
যশোর বিমানবন্দর	০	৬০৮৪	৬০৮৪		২৫২৩৯		৩১৩২৩
শাহ মখদুম বিমানবন্দর	০	৩৩৭৫	৩৩৭৫		৪২৫০		৭৬২৫
কক্সবাজার বিমানবন্দর	০	১৩৭৪০	১৩৭৪০		৭০৬		১৪৪৪৬
সৈয়দপুর বিমানবন্দর	০	১০২৩০	১০২৩০		১১০		১০৩৪০
বরিশাল বিমানবন্দর	০	১৪৮২	১৪৮২		১১০		১৫৯২
মোট	**৬৩২০৫**	**১১৯৪০৭**	**১৮২৬১২**		**৫০৮৩৯**		**২৩৩৪৫১**

প্যাসেঞ্জার মুভমেন্ট (সংখ্যা):

বিমানবন্দরের নাম	আন্তর্জাতিক			অভ্যন্তরীণ			সর্বমোট
	আগমন	বর্হিগমন	আন্তঃ মোট	আগমন	বর্হিগমন	অভ্যন্তরীণ মোট	
হযরত শাহজালাল আন্তঃ বিমানবন্দর	৪২০০৪২০	৫১১৪৯৭৮	৯৩১৫৩৯৮	১৩২৩২০৩	১৩০৩৮১১	২৬২৭০১৪	১১৯৪২৪১২
শাহ আমানত আন্তঃ বিমানবন্দর	৪৫০৬৩৮	৫২৪১৯৯	৯৭৪৮৩৭	৩০৮৫৭২	৩০০৬৩৮	৬০৯২১০	১৫৮৪০৪৭
ওসমানী আন্তঃ বিমানবন্দর	১২৪৩৯৮	১৬৪৮৬৬	২৮৯২৬৪	২২৩০৭১	২৩৬০৪৯	৪৫৯১২০	৭৪৮৩৮৪
যশোর বিমানবন্দর	০	০	০	১১৩৮৭৫	১০৭১৯৫	২২১০৭০	২২১০৭০
শাহ মখদুম বিমানবন্দর	০	০	০	৮২০৪১	৭৫৭৭৫	১৫৭৮১৬	১৫৭৮১৬
কক্সবাজার বিমানবন্দর	০	০	০	৩০৩৭৭৯	৩২৩৭১৮	৬২৭৪৯৭	৬২৭৪৯৭
সৈয়দপুর বিমানবন্দর	০	০	০	২৬৬৯৮৩	২৭৩৯৩১	৫৪০৯১৪	৫৪০৯১৪
বরিশাল বিমানবন্দর	০	০	০	২৯০৫০	২৮৯৮১	৫৮০৩১	৫৮০৩১
মোট	**৪৭৭৫৪৫৬**	**৫৮০৪০৪৩**	**১০৫৭৯৪৯৯**	**২৬৫০৫৭৪**	**২৬৫০০৯৮**	**৫৩০০৬৭২**	**১৫৮৮০১৭১**

কার্গো মুভমেন্ট (মিলিয়ন টন):

বিমানবন্দরের নাম	আন্তর্জাতিক			অভ্যন্তরীণ			সর্বমোট
	আগমন	বর্হিগমন	আন্তঃ মোট	আগমন	বর্হিগমন	অভ্যন্তরীণ মোট	
হযরত শাহজালাল আন্তঃ বিমানবন্দর	১০৭৩৩৪	১৬১৫৮১	২৬৮৯১৫	৩০৩২	২৮১২	৫৮৪৪	২৭৪৭৫৯
শাহ আমানত আন্তঃ বিমানবন্দর	১৯৪৮	৩৩১৭	৫২৬৫	৩৮৪	২০২	৫৮৬	৫৮৫১
ওসমানী আন্তঃ বিমানবন্দর	১১	৪	১৫	৩	২	৫	২০
যশোর বিমানবন্দর	০	০	০	২৩৬৮	৭১৪	৩০৮২	৩০৮২
শাহ মখদুম বিমানবন্দর	০	০	০	০	০	০	০
কক্সবাজার বিমানবন্দর	০	০	০	০	১৯৪২	১৯৪২	১৯৪২
সৈয়দপুর বিমানবন্দর	০	০	০	০	০	০	০
বরিশাল বিমানবন্দর	০	০	০	০	০	০	০
মোট	**১০৯২৯৩**	**১৬৪৯০২**	**২৭৪১৯৫**	**৫৭৮৬**	**৫৬৭২**	**১১৪৫৯**	**২৮৫৬৫৩**

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম/অর্জন:

বিমানবন্দরের মাধ্যমে যে সকল সম্মানিত যাত্রী যাওয়া আসা করেন তাদের নিরাপত্তা ও সেবার মান নিশ্চিত করাই হশাআবি'র মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এবং বিমানবন্দরে কর্মরত সকল এজেন্সি নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। যাত্রীসেবায় হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের গৃহীত কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম/অর্জন নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

১। **এক ঘন্টার মধ্যে লাগেজ ডেলিভারীঃ** বিগত দিনে অত্র বিমানবন্দরে বিমান অবতরণ করার পরে যাত্রীগনের লাগেজ পেতে বিলম্ব হতো। বর্তমানে উক্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সার্বক্ষনিক তদারকির মাধ্যমে এক ঘন্টা বা তার কম সময়ে (৭৫-৮২%) যাত্রীদের নিকট লাগেজ ডেলিভারী নিশ্চিত করা হচ্ছে এবং লাগেজ ডেলিভারী পেতে সমস্যার সম্মূখীন হলে এয়ারলাইন্স ও এভসেক প্রতিনিধি কর্তৃক তাৎক্ষনিক সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

২। **নতুন ফ্রি টেলিফোন বুথ স্থাপন (০৫ টি)ঃ** আগমনী যাত্রীদের কথা বিবেচনা করে যাত্রীরা যেন তাদের পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ফোনে যোগাযোগ করতে পারে সেজন্য বেল্ট এরিয়া, গ্রীন চ্যানেল এবং আগমনী কনকোর্স হলের বিভিন্ন স্থানে নতুন ০৫ (পাঁচ) টি ফ্রি টেলিফোন বুথ স্থাপন করা হয়েছে।

৩। **হেল্প ডেস্ক এর মাধ্যমে যাত্রীদের তথ্য ও সেবা প্রদানঃ** বিমানবন্দরে আগমন ও বহির্গমন এলাকায় যাত্রীদের তথ্য ও দিকনির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে নতুন করে হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন এলাকা হতে আগত সম্মানীত যাত্রীগন বিমানবন্দরে প্রবেশের পরে অনেক সময় সঠিক তথ্য না পাওয়ায় সমস্যায় পড়েন। এই প্রেক্ষিতে যাত্রীদের কথা বিবেচনা করে আগমনী এলাকায় ০২ (দুই) টি এবং বহির্গমন এলাকায় ০৩ (তিন) টি হেল্প ডেস্ক স্থাপনের মাধ্যমে বর্তমানে যাত্রীদের বিভিন্ন তথ্য ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে।

৪। **ফ্রি ইন্টারনেট ব্যবস্থাঃ** আগমনী যাত্রীগদের (বিদেশী সীম) বিমানবন্দরে অবতরণের পর বিভিন্ন তথ্য সেবা অনলাইনের মাধ্যমে নিতে হয়। এই প্রেক্ষিতে বিভিন্ন কোম্পানি দ্বারা প্রতিটি যাত্রীকে ফ্রি ইন্টারনেট ব্যবহার করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৫। **এয়ারলাইন্স সমূহের হটলাইন নম্বর প্রদানঃ** বিমানবন্দরে আগমনী ও বহির্গামী যাত্রীগন বিভিন্ন তথ্যের জন্য এয়ারলাইন্স অফিসে যোগাযোগ করতে চাইলে অনেক সময় অফিস বন্ধ থাকার কারনে যাত্রীগন সঠিক তথ্য পায়না ফলে হয়রানি ও ভোগান্তির শিকার হতে হয়। যাত্রীদের মান উন্নয়নের কথা বিবেচনা করে প্রত্যেক এয়ারলাইন্স এর হটলাইন নম্বর আগমনী বেল্ট এরিয়াসহ বিমানবন্দরের প্রত্যেকটি হেল্প ডেস্ক পয়েন্টে সংযুক্ত করা হয়েছে যেন সম্মানিত যাত্রীগন সহজে এয়ারলাইন্স এর যোগাযোগ করতে পারে।

৬। **নতুন ট্রলি সংযোজনঃ** যাত্রীদের ট্রলি সংকট সমাধানের জন্য হশাআবি কর্তৃপক্ষ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করেছে। বর্তমানে বিমানবন্দরে প্রায় ২৭০০টি ট্রলি রয়েছে। ফলে এখন যাত্রীদের ট্রলির জন্য অপেক্ষা করতে হয় না।

৭। **নতুন বসার ব্যবস্থাঃ** অভ্যন্তরীন টার্মিনালে সম্মানিত যাত্রীদের যাত্রা আরও আরামদায়ক করার জন্য ২য় তলায় লাউঞ্জ ও বসার জন্য আলাদা করে চেয়ার/সোপার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়াও নামাজের জন্য নির্দিষ্ট স্থান এবং সম্মানিত যাত্রীদের চলাচলের জন্য প্রথমবারের মত অভ্যন্তরীন টার্মিনালে লিফ্ট সংযুক্ত করা হয়েছে।

৮। **যাত্রী সহায়তায় বিভিন্ন ধরণের নির্দেশিকাঃ** বিমানবন্দরে আগমন ও বহির্গমন এলাকায় যাত্রীদের তথ্য ও দিকনির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে নতুন করে টার্মিনালের অভ্যন্তরে, ক্যানপি এবং বহুতল কার পার্কিং এরিয়ায় বিভিন্ন ধরণের নির্দেশনামূলক সাইনেজ স্থাপন করা হয়েছে।

৯। **লাগেজ লেফ্ট বিহাইন্ড সমস্যা উন্নতিকরণঃ** লাগেজ লেফ্ট বিহাইন্ড সমস্যা উন্নীতকরণের ফলে বর্তমানে ১% লাগেজ লেফ্ট বিহাইন্ড হচ্ছে।

১০। হশাআবির ওয়েব পোর্টাল চালুকরণঃ সম্মানিত যাত্রীদের সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে হশাআবিতে ওয়েব পোর্টাল চালু করা হয়েছে। ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে সম্মানিত যাত্রীগন বিদেশে গমন এবং বিদেশ হতে আগমনের সকল নিয়মসহ হশাআবির বিভিন্ন সেবা, ফ্লাইটের তথ্য ও হশাআবিতে কর্মরত বিভিন্ন সংস্থার কার্যাবলী সম্পর্কে জানতে পারবেন।

১১। সম্মানিত যাত্রীসেবায় ২৪/৭ কল সেন্টার চালুকরণঃ সম্মানিত যাত্রীদের বিভিন্ন তথ্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে বেবিচক সদর দপ্তরের নির্দেশনায় হশাআবিতে কল সেন্টার চালু করা হয়েছে। কল সেন্টারের মাধ্যমে সম্মানিত যাত্রীগন ছাড়াও সাধারণ জনগন বিমানবন্দর সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য জানতে পারবেন। এছাড়াও সম্মানিত যাত্রীগনের বিভিন্ন অভিযোগসমূহ সাপ্তাহিক, পাক্ষিক এবং মাসিক হিসাবে সংরক্ষনের পাশাপাশি সিআরএম টিমের মাধ্যমে সমাধান করে সম্মানিত যাত্রীগনকে অবহিত করবে। হশাআবি'র কল সেন্টার নম্বর হলো- ০৯৬১৪-০১৩৬০০।

১২। যাত্রীসেবায় Passengers Service & Facilitation in Civil Aviation কোর্স চালুকরণঃ হশাআবিতে বর্তমানে ২৪ টির অধিক সরকারী সংস্থা, ৩৩ টি দেশী-বিদেশী এয়ারলাইন্সসমূহ ২৪/৭ সম্মানিত যাত্রীসেবায় কাজ করে যাচ্ছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন এবং ICAO Annex 7 (Facilitation) এর Standards ৬.৪৩ ও ৬.৪৪ অনুযায়ী সম্মানিত যাত্রীদের সাথে বিমানবন্দরের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নৈতিক ও আচরণগত দিক পরিবর্তনসহ উত্তম যাত্রীসেবা নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে বেবিচক সদর দপ্তরের Passenger Service Facilitation in Civil Aviation Course নামে ০২ দিনের একটি কোর্স কারিকুলাম করা হয়েছে। উক্ত কোর্সের মাধ্যমে বিমানবন্দরে কর্মরত সকল সংস্থার সদস্যগনকে যাত্রীসেবা প্রদানে ও অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতিতে নিজেদের আচরণগত বিষয়ে দায়িত্ববান হওয়ায় উৎসাহ প্রদান, সুন্দর ব্যবহার প্রদর্শনের মাধ্যমে সম্মানিত যাত্রীদের সন্তুষ্টি অর্জন এবং যথাযথ নিয়ম অনুসারে উন্নত যাত্রীসেবা নিশ্চিতকরণসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এই কোর্স চালুর মধ্য দিয়ে বিমানবন্দরের সকল সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মধ্যে পারস্পরিক ভাতৃত্ববোধ তৈরীর পাশাপাশি সম্মানিত যাত্রীসেবায় আমুল পরিবর্তন আসছে বলে প্রতীয়মান।

মশক নিধনে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং আবাসিক এলাকায় বেবিচক কর্তৃক গৃহিত ব্যবস্থাদিঃ

- বিমানের পরিত্যক্ত টায়ারসহ এডিস মশার প্রজননের সকল উৎসস্থল ধ্বংস করা হয়েছে।
- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকায় মশার প্রজনন রোধে কার্যকর কীটনাশক প্রয়োগ এবং নিবিড়ভাবে নিয়মিত তদারকিসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- নিয়মিত রিমোট বে ক্যানেল, বোর্ডিং ব্রীজের নীচে, ক্যারোজাল এলাকা, ভিভিআইপি কমপ্লেক্স, টাওয়ার বিল্ডং এবং এয়ার সাইডের পরিচ্ছন্নতার কাজ কর্তৃপক্ষের জনবল দ্বারা নিয়মিত পালা ভিত্তিক সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।
- আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে সারা বছরব্যাপি এয়ার সাইডের ঘাস, গাছ, ঝোপ-ঝাড়, পুকুর, বিভিন্ন ক্যানেল, নিয়মিত পরিস্কার করা হচ্ছে।
- এয়ার সাইডের অন্যান্য জায়গার ঘাস, ঝোপ ঝাড় ও ক্যানেল ইতিমধ্যে পরিস্কার করা হয়েছে।
- হুইল ব্যারো মেশিন, হ্যান্ড স্প্রে মেশিন দিয়ে লার্ভিসাইড স্প্রে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
- ভ্যাইক্যাল মাউন্টেন ফগার মেশিন, ফগার মেশিন , হ্যান্ড স্প্রে মেশিন, ইউএলভি মেশিন, এক্সপেল স্প্রে, ইলেকট্রিক ট্রেপার মেশিন, ইলেকট্রিক ব্যাট, ধুপ ধোঁয়া ব্যবহার করে ইনসেক্টিসাইড স্প্রে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
- ১৬/০৫/২০২৩ তারিখে প্রফেসর ড. কবিরুল বাশার এপ্রোন এলাকার জলাশয় ও ল্যান্ড সাইড এলাকার মশার উৎপত্তির স্থল সমূহ পর্যবেক্ষণে বের হন। কিন্তু এদিন কোন মশার লার্ভার উপস্থিতি পাওয়া যায়নি।
- স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা (সিডিসি) বিগত ০৩ জুন ২০২৩ তারিখ হতে ০৮ জুন ২০২৩ তারিখ এবং বিমানবন্দর ও আশেপাশের এলাকায় মশার উৎপত্তি স্থল ও লার্ভার উপস্থিতির জরিপ কাজ সম্পন্ন করে।
- এছাড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত মশক নিয়ন্ত্রণ/নিধন কার্যক্রম তদারকি ও পরিবীক্ষণের জন্য গঠিত কমিটির সভায় গত ০৩/০৬/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৮/০৬/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত জরিপের ফলাফল ড. কবিরুল বাশার কর্তৃক উপস্থাপন করা হয়। উক্ত জরিপের ফলাফল মোতাবেক হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকার অভ্যন্তরে মশার লার্ভার সামান্যতম উপস্থিতি পাওয়া যায়নি।
- আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে সারা বছরব্যাপি বেবিচক এর আবাসিক এলাকা নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হচ্ছে।
- বেবিচক এর আবাসিক এলাকায় মশা নিধনে নিয়মিত ফগিং কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

হুশাআবিতে মশা নিধনে ফগিং কার্যক্রম

১৪) বেবিচক এর ভবিষ্যত কর্ম-পরিকল্পনা: বেবিচকের আওতায় অদূর ভবিষ্যতে বাস্তবায়তিব্য প্রকল্প/কর্ম-পরিকল্পনা নিম্নে উল্লেখ করা হল:

চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বোর্ডিং ব্রীজ স্থাপন ও কানেকটিং করিডোর নির্মাণ:

- টার্মিনাল সুবিধা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে ১টি বোর্ডিং ব্রীজ স্থাপন, কানেক্টিং করিডোর ও ডিপার্চার লাউঞ্জ নির্মানের জন্য ঠিকাচুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ইতোমধ্যে বোর্ডিং ব্রীজ শিপমেন্ট এর জন্য এলসি খোলা হয়ছে। আগামী জুন ২০২৪ নাগাদ এ কাজ সম্পন্ন করা হবে।

খানজাহান আলী বিমানবন্দর নির্মাণ প্রকল্প:

- দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার আরও সম্প্রসারণ, ব্যবসা বাণিজ্য ও পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন, মংলা সমুদ্র বন্দরের কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং মংলা ইপিজেড ও মংলা ইকোনোমিক জোন ইত্যাদির কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খান জাহান আলী বিমানবন্দর নির্মাণ প্রকল্পের জমি অধিগ্রহনের জন্য প্রণীত লিংক কম্পোনেন্ট প্রকল্পের অধীনে বিমানবন্দর নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
- প্রকল্পের অর্থায়নের বিষয়ে সরকার কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর মূল প্রকল্পের কার্যক্রম আরম্ভ করা হবে।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৩য় টার্মিনাল এর অপারেশন এবং মেইনটেন্যান্স কাজ:

- পিপিপি এর আওতায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নির্মানাধীন ৩য় টার্মিনাল এর অপারেশন এবং মেইনটেন্যান্স করার জন্য সরকার কর্তৃক নীতিগত অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় নিয়োগকৃতব্য ট্রানজেকশন এডভাইজার কর্তৃক বিস্তারিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও প্রয়োজনীয় ডক্যুমেন্ট প্রস্তুত শেষে প্রাইভেট পার্টনার নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

সৈয়দপুর বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক/রিজিওনাল বিমানবন্দরে উন্নয়নের নিমিত্ত রি-লোকেশনসহ ভূমি অধিগ্রণ প্রকল্প:

- সৈয়দপুর বিমানবন্দরকে আঞ্চলিক বিমানবন্দরে উন্নীতকরণের নিমিত্ত আনুষঙ্গিক সুবিধাসহ নতুন প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ভবন, অটোমেশনসহ কার্গো ভবন, এপ্রোণ, টেক্সিওয়ে এবং কন্ট্রোল টাওয়ারসহ অপারেশনাল ভবন ইত্যাদি নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। সে লক্ষ্যে অর্থ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ৮৫১.৭০৯ (কম/বেশি) একর জমি অধিগ্রহণ করা হবে।

রাজশাহী শাহ মখদুম বিমানবন্দরের নতুন প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ভবন নির্মাণ প্রকল্পঃ

- ক্রম বর্ধমান যাত্রী চাহিদার বিষয়টি বিবেচনা করে রাজশাহী বিভাগের সংগে দেশের অপরাপর জেলাসমূহের যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধির লক্ষ্যে শাহ মখদুম বিমানবন্দরে একটি নতুন টার্মিনাল ভবন নির্মাণ করা হবে।

রাজশাহী শাহ মখদুম বিমানবন্দরে বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণসহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

- এ বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণসহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পরামর্শক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বুয়েট-কে নিয়োগ প্রদান করা হয়। ইতোমধ্যে বুয়েট কর্তৃক খসড়া মাস্টার প্ল্যান দাখিল করা হয়েছে।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সন্নিকটে হেলিপোর্ট নির্মাণ:

- হেলিকপ্টার সার্ভিস প্রদানের মাধ্যমে আকাশপথে রাজধানী শহর ঢাকার সাথে সারা দেশের যোগযোগ স্থাপন করে যাত্রী সেবা তথা জরুরী সেবা প্রদানের নিমিত্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে।

বরিশাল বিমানবন্দরের রানওয়ে বর্ধিতকরণসহ বিদ্যমান রানওয়ে সারফেসে অ্যাসফল্ট কংক্রিট ওভারলেকরণ প্রকল্প:

- বরিশাল বিমানবন্দরের রানওয়ে বর্ধিতকরণসহ বিদ্যমান রানওয়ে সারফেসে অ্যাসফল্ট কংক্রিট ওভারলেকরণের মাধ্যমে নিরাপদ বিমান উড্ডয়ন ও অবতরন নিশ্চিত করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। পাশাপাশি প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময় এ বিমানবন্দরে প্রয়োজনীয় ত্রাণবাহী উড়োজাহাজ নিরাপদে উড্ডয়ন-অবতরণ করতে পারবে।
- প্রকল্পের আওতায় বরিশাল বিমানবন্দরের রানওয়ে বর্ধিতকরণসহ বিদ্যমান রানওয়ে সারফেসে অ্যাসফল্ট কংক্রিট ওভারলেকরণ কাজ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (লক্ষ্যমাত্রা) অর্জনে বেবিচকের কর্ম-পরিকল্পনা ২০৩০ পর্যন্ত: টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (লক্ষ্যমাত্রা) অর্জনে উপরোক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি বেবিচক কর্তৃক নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে:

- চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্যারালাল ট্যাক্সিওয়ে নির্মাণ।
- কক্সবাজার বিমানবন্দরে প্রান্তিক ভবন, কার্গো ভিলেজ, এপ্রোন এবং আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ।
- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)।
- চট্টগ্রাম শাহ্ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কার্গো ভবন সম্প্রসারণ।
- চট্টগ্রাম শাহ্ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রান্তিক ভবন সম্প্রসারণ ও বোর্ডিং ব্রীজ স্থাপন।
- সৈয়দপুর বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক/রিজিওনাল বিমানবন্দরে উন্নয়ন।

উপসংহারঃ

বিশ্বের দ্রুত পরিবর্তনশীল এভিয়েশন প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে ও ধারাবাহিকভাবে উদ্যোগ নিয়ে এবং সময়োপযোগী উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। আর এ কারণেই কর্তৃপক্ষ সার্বক্ষণিকভাবে বিমান বন্দরসমূহের বিভিন্ন সুবিধাদির প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধন এবং যাত্রীদের নিরাপদ ও সুষ্ঠুভাবে চলাচলের নিমিত্তে সেবার মান উন্নয়ন করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ বিমান চলাচলের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার নিমিত্তে ও ব্যবস্থাপনায় এভিয়েশন আইনসমূহ, বিধি বিধান, এয়ার নেভিগেশন অর্ডার ইত্যাদি সবসময় যুগোপযোগী করে থাকে এবং করে যাচ্ছে।

বিমান চলাচল বিষয়ে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের সাথে বিভিন্ন সংস্থার বহুমুখি যোগাযোগ/সম্পর্ক রয়েছে। এ কর্তৃপক্ষ নিরাপদ, নিয়মিত ও দক্ষ এয়ার সার্ভিস প্রদান এবং বিমান পরিবহণ ব্যবস্থাপনায় সফল হওয়ায় বাংলাদেশের ভিতরে এবং বহিঃর্বিশ্বে তার নেতৃত্ব ক্রমাগত প্রশংসিত হচ্ছে। বিশ্বমানের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রদানে আন্তর্জাতিকমান বজায় রেখে বিমান চলাচল ব্যবস্থাপনায় কর্তৃপক্ষ অনেক বড় পরিবর্তন এনেছে এবং আনছে।

এ কারণে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিষয়ক, বিমানবন্দর উন্নয়ন, পরিকল্পনা, এয়ার ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, রেডিও নেভএইডসসহ সকল যন্ত্রপাতি, সিএনএস স্থাপনার হালনাগাদ তথ্য এবং অন্যান্য সকল কর্মকান্ডের তথ্য কর্তৃপক্ষের ওয়েব সাইটঃ www.caab.gov.bd এ আপলোড করে রাখে। তাছাড়া কর্তৃপক্ষ সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিষয়ক সকল তথ্য সংগ্রহ করতঃ প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ ইত্যাদির মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের মানদন্ড এবং ICAO SARPs অনুযায়ী তথ্য বিনিময়, বিশ্লেষণ, উন্নয়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন, বাস্তবায়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি করে থাকে।

11.10.2023
Md. Masudur Rahman
Assistant Director (Economics)
Planning, Development & Monitoring Division
Civil Aviation Authority of Bangladesh, H.Q.

মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান
পরিচালক (পরিঃ, প্রশিঃ, উঃ ও মনিঃ) (চলতঃ)
পরিকল্পনা, উঃ ও মনিটরিং বিভাগ
সিএএবি, সদর দপ্তর, কুর্মিটোলা, ঢাকা।